টুকিটাকি

প্রচন্ড শীতের মাঝে চাদর মুড়ি দিয়ে এক মহিলা দর্শক

অন্তর আর আদর–

সুদূর গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা থেকে ঢাকার কম্পিউটার মেলায় এসেছিলো দুই ভাই। অন্তর আর আদর নামের এই দুই ভাই-এর উভয়ই পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। এই প্রথম কম্পিউটার মেলা দেখার বিরল সৌভাগ্য ঘটল তাদের জীবনে। কেমন লাগল মেলা, জানতে চাইলে লাজুক হেসে অন্তর বলে খুবই ভাল লাগছে। এত বড় জায়গায় যে মেলা হয়। কম্পিউটার নিয়ে এতসব যন্ত্রপাতি-সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। এবারের মেলা থেকেই কম্পিউটারে হাতে খড়ি হবে বলে দু'জনই আমাদের জানিয়েছে। এবারের মেলায় অন্তর আর আদরের মতো অনেকেরই কম্পিউটারে প্রথম হাতে খড়ি হচ্ছে।

মাল্টিমিডিয়া আর সাউন্ড সিস্টেম–

এবারের মেলায় মাল্টিমিডিয়া আর সাউন্ড সিস্টেমের আধিক্য চোখে পড়েছে। বিদেশী নামকরা কোম্পানীর আকর্ষণীয় ডিজাইনের সাউন্ড সিস্টেম আর স্পীকারগুলোর ধুমধাড়াক্কা মার্কা আওয়াজ অনেক ক্রেতাকেই নতুন সাউন্ড সিস্টেম আর স্পিকার এর বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছে। এছাড়া এবারের মেলায় প্রচুর বিক্রি হয়েছে সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম। মোটামুটি তিন হাজার টাকায় ছ'পিসের সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম কিনে অনেককেই হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরে যেতে দেয়া গেছে।

হাতের মুঠায় মাউস–

টেক সাউন্ড দামের একটি ছোট মাউস মেলায় এনেছে ধ্রুব লিমিটেড নামের একটি সংস্থা। দেখতে স্বচ্ছ এই মাউসটি হাতের মুঠোয় নেয়া যায় খুব সহজে। চীনের তৈরী এই মিনি সাইজের মাউসের দাম ছিলো ৯০ টাকা যা অনেক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সফটওয়্যার বা গেম বলতেই সিডি

আমাদের দেশের দর্শকরা সফটওয়্যার বা গেম বলতে শুধুই সিডি বোঝেন–এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো দেশের প্রথম থ্রিডি গেম ঢাকা রেসিং প্রস্তুতকারী ডেভেলপার আদনান। মেলায় তারা গেমটির প্রথম ফুল ভার্সন বিক্রি শুরু করেছে। আকর্ষণীয় বাক্সে সিডি, ম্যানুয়েল ও পোস্টার সম্বলিত গেমটির মূল্য ছিল ২০০ টাকা। কিন্তু বাক্স দেখে ঘাবড়ে গেছে দর্শক। তাই খুলে সিডি দেখিয়ে বিক্রি করতে হয়েছে তাদের।

টাচ স্ক্রীনের মজা

এ্যাপোলো টেকনোলজি মেলায় নিয়ে এসেছে টাচ স্ক্রীন প্রযুক্তি। আঙ্গুলের ছোয়ায় বিভিন্ন তথ্য নিমিষেই জেনে নেয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ ইন্টারএকটিভ এই প্রযুক্তি দর্শকদের মধ্যে কৌতহলের সৃষ্টি করেছে। এটি স্থাপনে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সবই তারা সরবরাহ করছেন বলে জানালেন সত্বাধিকারী জনাব এফআর সরকার। একটি টাচ স্ক্রীন এরই মধ্যে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান জাদুঘরে বসানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ফাওয়ের দুনিয়া!

কেউ এটা ফ্রি দিচ্ছে, তো কেউ ওটা ফ্রি দিচ্ছে এই নিয়ে বেশ জমজমাট অবস্থা। দর্শকরাও এটা ছেড়ে ওটা দেখছে, ওটা ছেড়ে এটা। ভুঁইয়া কম্পিউটার্স, নিউ হরাইজন বিভিন্ন কোর্স ফ্রি অফার করছে লটারীর মাধ্যমে। অগ্নি আইএসপি প্রিপেইড কার্ডে দিচ্ছে আকর্ষণীয় মোবাইল ফোন। অবশ্যই তা লটারীতে। ডেফোডিল কম্পিউটার্সে কম্পিউটার কিনলেই ফ্রি দিচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন। দর্শকরাও খুশী, খুশী বিক্রেতাও। ❑ পারভেজ সঞ্চয়

নতুন উত্তেজনা নিয়ে এলো এনএফএস: হট পারস্যুট টু

বাংলাদেশের গেমারদের সবচেয়ে প্রিয় গেমগুলোর একটি হলো নিড ফর স্পিড টু: স্পেশাল এডিশন। কয়েক বছর আগে রিলিজ পেলেও এখনো তা গেমারদের মাতিয়ে রাখে। কিন্তু তারপরও নিড ফর স্পিড-এর নতুন কোন গেম রিলিজ পাওয়া মানেই নতুন উত্তেজনা, অসাধারণ রেসিং ট্র্যাক, মন ভুলানো গ্রাফিক্স, চোখ ধাঁধানো নানা রকম ইফেক্ট ...এমন অনেক কিছুর সম্ভাবনা। তাই এনএফএস-এর নতুন কোন গেম রিলিজ পেলেই গেমাররা তা খেলে দেখতে ভুল করেন না। সম্প্রতি রিলিজ পাওয়া হট পারস্যুট টু-তেও রয়েছে এমন অনেক কিছু যা আপনাদের মুগ্ধ করবে। আবার কেউ কেউ হয়তো বা কিছুটা হতাশও হতে পারেন। এনএফএস-এর এই নতুন গেমটি একাধারে প্লে স্টেশন টু, এক্স বক্স ও পিসির জন্য রিলিজ করা হয়েছে। তাই যাদের প্লে স্টেশন টুতে এই গেমটি খেলার সুযোগ রয়েছে তাদের অবশ্য তিন ভার্সনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ওয়েল কম্পাইলড প্লে স্টেশন টু ভার্সন নিয়েই মেতে থাকার কথা।

হট পারস্যুট টুতে গেম মোড রয়েছে মোট পাঁচটি। এগুলো হলোঃ কুইক রেস, সিঙ্গেল রেস চ্যালেঞ্জ, হট পারস্যুট মোড, চ্যাম্পিয়ানশীপ ও মাল্টি প্লেয়ার মোড। কুইক রেস-এ আপনি সোজা রেসিং ট্রাকে ঢুকে যাবেন। সিঙ্গেল রেস একটি কাস্টমাইজেবল মোড যেখানে রেসিং কার, ট্র্যাক নিজের পছন্দ মতো সিলেক্ট করতে পারবেন। আবার রোডে ট্রাফিক থাকবে কিনা, পুলিশের বাধা থাকবে কিনা এগুলোও আপনি নিজের ইচ্ছে মতো ঠিক করতে পারবেন। গেমের টাইটেল মোড হট পারস্যুটই গেমটির মূল আকর্ষণ। এখানে মোট ৩৩টি বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেখানে পুলিশ আপনাকে ও আপনার অন্যান্য সঙ্গী রেসারকে বেআইনী রেসিং থেকে দূরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং আপনাকে বাধা দেবার জন্য আপনার গাড়ি চেজ করা থেকে শুরু করে ব্যাক আপ সাপোর্ট কল করে রোড ব্লক তৈরী করা, রাস্তায় স্পাইক ছড়িয়ে গাড়ির টায়ার ফুটো করে ফেলার চেষ্টা, এমনকি হেলিকপ্টার থেকে বোম ফেলে হলেও আপনার গতি রোধ করবেই। তবে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো ইচ্ছে করলে আপনি নিজেও পুলিশ হিসেবে এ্যাকশনে নামতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রেসারদের গতিরোধে পুলিশের সবরকম পন্থা আপনি নিজেও প্রয়োগ করতে পারবেন। চ্যাম্পিয়নশীপ মোডটিও হটপারস্যুটের মতো ৩৩টি ইভেন্টে বিভক্ত। তবে পার্থক্য হলো এখানে শুধুই রেসিং, পুলিশের ঝামেলা এখানে পোহাতে হবে না। আর মাল্টি প্লেয়ার মোডে ল্যান বা ইন্টারনেট রেসিং-এর ব্যবস্থা আছে যেখানে কম্পিউটার প্রতিপক্ষ নয়, বরং আপনি এখানে অন্য গেমারদের সাথে সরাসরি রেসিং-এ অবতীর্ণ হতে পারবেন।

গেমটিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ১২টি অসাধারণ বিশাল আকৃতির রেসিং ট্র্যাক। আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, এখানে ছোট রেসের জন্য ট্রাকগুলোকে ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নেয়া যায়। আর প্রতিটি ট্র্যাকের জন্য রিভার্সড ও মিররড সব মিলিয়ে মোটামুটি ৪৮টি ট্র্যাক ভ্যারিয়েশন আনা সম্ভব। ট্র্যাকগুলোর প্রতিটিই বৈচিত্র্যে ভরপুর– বিস্তৃত জলরাশি, তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গ, ঘনবন ভূমি, শহুরে অঞ্চল, রুক্ষমরু প্রান্তর– কি নেই? ট্র্যাকগুলোর চমৎকার টিরেইন ডিজাইন, গ্রাফিক্সের কারুকাজ, আলোছায়ার খেলা আপনাকে মুগ্ধ করবে। আবার প্রতিটি ট্রাকেই রয়েছে বেশ কিছু শর্টকাট যেগুলো পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার পাশাপাশি সহজে রেস জেতার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে।

এনএফএস-এর বিশাল গাড়িবাহিনী এই গেমটিতে আবার ফিরে এসেছে। ইউরোপিয়ান স্যালুন থেকে শুরু করে আমেরিকান স্পোর্টস কার সবই রয়েছে। তাই ইচ্ছে করলেই এখন বেছে নিতে পারেন ফেরারী ৩৬০ স্পাইডার, ম্যাকলরেন এফ ১, ডজ ভাইপার জিটিএস, জাগুয়ার ইত্যাদি অসংখ্য গাড়ি থেকে পছন্দের গাড়িটি। তবে প্রথমেই সব গাড়ি একসাথে পাওয়া যাবে না। হটপারস্যুট চ্যাম্পিয়ানশীপ মোডে জয়ী হয়ে আপনাকে গাড়িগুলো আনলক করতে হবে।

গেমের সাউন্ড ইফেক্ট চমৎকার। আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো এখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে আপনার হার্ডডিস্কে রাখা যেকোন এমপি থ্রি গানও সেট করে নিতে পারবেন।

তাই রেসিংপ্রিয় গেমাররা এখনই হটপারস্যুট টু নিয়ে বসে যান। কিছুটা আর্কেড টাইপ হলেও এখানে রেসিং উত্তেজনার কোন কমতি নেই। তবে হ্যাঁ, গেমটি খেলতে চাইলে আপনার কম্পিউটারটিকে ন্যূনতম পেন্টিয়াম টু ৪৫০ মেগাহার্জ হতে হবে এবং তাতে ভালো মানের থ্রিডি কার্ড থাকতে হবে। ❑ ফয়সাল তানভীর

আইটি ক্যাম্পাস

এসিটিতে নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল কোর্স

বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক প্রফেশনালদের ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরস্থ Advance Computer Technology সম্প্রতি তাদের কোর্স কারিকুলামে "Developing Project Based Network Professional" নামের ৭ মাসের একটি দীর্ঘমেয়াদী কোর্স চালু করেছে, যেটি রপ্ত করে একজন প্রশিক্ষণার্থী আমাদের দেশে জনপ্রিয় দু'টি নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম Windows 2000 ও Linux সম্পর্কে পুরোপুরি শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সার্ভার, নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজি, TCP/IP সুইট, IP অ্যাড্রেস, ক্যাবলিং, ডায়াল-আপ নেটওয়ার্কের কনফিগার ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। যোগাযোগঃ শ্রুতি টাওয়ার (৪র্থ তলা), মিরপুর ২নং স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পার্শ্বে, ফোনঃ ৮০১৮৯৩৬।

চাকুরী উপযোগী কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কোর্স

দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান NYDASI কম্পিউটার পেশাদার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কোর্স শুরু করেছে। এই কোর্সটি শুধুমাত্র রেজিঃ ফি দিয়ে কোর্স সম্পন্ন করা যাবে। কোর্সের মেয়াদ-৩ মাস, প্রতি শুক্রবার। এতে থাকছে কম্পিউটার পরিচিতি, এসেম্বলিং, বায়োস সেটআপ, হার্ডডিস্ক টু হার্ডডিস্ক কপি, ট্রাবলশুটিংসহ হার্ডওয়্যারের সমস্যার সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে। রেজিঃ ফি-৪৫০/-। যোগাযোগঃ NYDASI কম্পিউটার, ৭৮, গ্রীন রোড (২য় তলা), ফার্মগেট, # ৯১২৬৮৯৩।

ভূঁইয়া কম্পিউটার্সের সাফল্য

সম্প্রতি প্রকাশিত হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর অধীনে বিএসসি অনার্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স পরীক্ষার ফলাফল। ভূঁইয়া কম্পিউটার্সের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর কম্পিউটার স্টাডিজ (সি.সি.এস) এর ২০০০ সালের ১ম ব্যাচ (পার্ট-২)-এর ছাত্রছাত্রীরা এ পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ও ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করেন। উক্ত পরীক্ষায় মোট ৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং এতে ৩০ জন ১ম বিভাগ, ৪ জন ২য় বিভাগ, ১ জন রেফার্ড পায় এবং পাসের হার ৯৭.১৪%।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর নতুন শর্ট কোর্স

বিশ্বখ্যাত ওয়েব ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইনস্টিটিউট বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী কোর্সের আয়োজন করেছে। এই কোর্সে হাতে কলমে ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, থ্রিডি এনিমেশন এবং এডভান্স নেটওয়ার্কিং শিখানো হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইনষ্টিটিউট, শান টাওয়ার ২৪/১, চামেলীবাগ, শান্তি নগর মোড়, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৪৫৮৫৫ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।